73

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...12 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

ল্যাবরেটরী হাই স্কুলে অনিয়ম ও অব্যবস্থা

॥ মোঃ আবদুর রহিম ॥

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি ঢাকার শীর্ষস্থানীয় ল্যাবরেটরী হাই স্কুলের বহু অনিয়ম ও অব্যবস্থা উদঘাটন করেছে। এসব অনিয়ম ও অব্যবস্থা দূরীকরণের জন্যে তদন্ত কমিটি ১৫ জন শিক্ষককে বদলী করাসহ একটি সুপারিশমালা পেশ করেছে। উক্ত সুপারিশের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ ধামাচাপা দেয়ার জন্যে সুপারিশের বাইরে কয়েকজন নিরীহ শিক্ষককে বদলী করার প্রক্রিয়া চলছে বলে সূত্রে জানা গেছে।

রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ল্যাবরেটরী হাই স্কুলের অনিয়ম ও অব্যবস্থা উদঘাটনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে শ্রেণীকক্ষে পাঠ দান না করা, সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন ক্লাসে ছাত্র ভর্তি এবং কলা বিভাগের শিক্ষক দিয়ে বিজ্ঞানের ক্লাস নেয়ার মত ঘোরতর অনিয়ম ও অব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ক্ষুণ্ন হচ্ছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। ঐসব অনিয়ম দূর করতে তদন্ত কমিটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট একটি সুপারিশমালা পেশ করেছে। উক্ত সুপারিশের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ১৯ ডিসেম্বর উক্ত বিদ্যালয়ের ১৫ জন শিক্ষককে বদলী করার জন্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেয়। কিন্তু আজ অবধি উক্ত নির্দেশ কার্যকর হয়নি। বদলীর এ নির্দেশ কার্যকর না করার সুযোগে বিদ্যালয়ে অনিয়মের সাথে জড়িতরা প্রভাবশালী মহলের মাধ্যমে উক্ত নির্দেশ স্থগিত রাখতে সক্ষম হয়েছে বলে সূত্রে জানা গেছে। অপরদিকে উক্ত নির্দেশকে পাশ কাটানোর জন্যে যার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই এবং এ স্কুলে চাকরির মেয়াদ ৩ বছর হয়নি— এমন এক বা একাধিক শিক্ষককে বদলী করার প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

ছাত্র ভর্তির বিষয়ে ঢাকার বিত্তশালী পরিবার, প্রভাবশালী মহল এবং মেধাবী ছাত্রদের অভিভাবক মহলের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে ঢাকার ল্যাবরেটরী হাই স্কুলটির দিকে। তাই এ স্কুলটিতে ভর্তি পরীক্ষার চাপও থাকে বেশী। এমনও হয়, ১০টি সীটের জন্যে পরীক্ষার্থী হয় ১ হাজার। ভর্তির পর কোন অপেক্ষমাণ তালিকাও থাকে না। অথচ, প্রায় সারা বছর ধরেই এ স্কুলটিতে ছাত্র ভর্তি করা হয়। এমনও অভিযোগ আছে, বড় অংকের টাকার বিনিময়ে ভর্তি পরীক্ষার কোচিং করার কারণে নির্দিষ্ট কোন কোচিং সেন্টারে কোচিং নেয়ার বিনিময়ে অথবা প্রভাবের কারণে এ বিদ্যালয়টিতে যে কোন সময় ছাত্র ভর্তি করা যায়। গত জানুয়ারী মাসে যেসব ছাত্র এ বিদ্যালয়টিতে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে, তাদের অধিকাংশই বিদ্যালয়ে প্রেষণে নিয়োজিত জনৈক শিক্ষকের কোচিং সেন্টারের ছাত্র বলে জানা গেছে।

বছরব্যাপী ভর্তি, শ্রেণী কক্ষে পাঠদান না করা, প্রাইভেট কোচিং-এর জন্যে ছাত্রদের বাধ্য করা ইত্যাদি অনিয়মের বিষয়ে গত বছর জুন মাসে বাংলাদেশ টেলিভিশনে একটি প্রতিবেদন প্রচারিত হয়। এ প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত বছর জুলাই মাসে ঘটনা তদন্তের জন্যে শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব যোবদুল হককে সভাপতি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব এম শামসুল হককে সদস্য সচিব এবং শিক্ষা অধিদপ্তরের যুগ্ম পরিচালক জনাব এস আহসান উল্লাহকে সদস্য করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বিদ্যালয়টির যেসব অনিয়ম ও অব্যবস্থা তুলে ধরা হয়েছে, তা হলো ঃ

"শিক্ষকদের পাঠ দানের মান ভাল নয়। সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন শ্রেণীতে শূন্য আসনে ছাত্র ভর্তি করা হয় বিধায় শিক্ষার মান ক্ষুণ্ন হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রায় শিক্ষকগণই প্রাইভেট টিউশনি করেন বলে শ্রেণীকক্ষে পাঠ দানে কম আগ্রহ দেখা যায়। প্রতিটি শ্রেণীতে সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ দান সম্পন্ন করা হয়— এইরূপ কোন সঠিক তথ্য স্কুল কর্তৃপক্ষ দিতে পারেননি। স্কুলের বেসরকারী খাতের আয়-ব্যয়-এর হিসাব সঠিকভাবে রাখা হয়নি। প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন নানা অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। যথা ঃ— শরীরচর্চা শিক্ষককে শরীরচর্চার ক্লাস না দিয়ে বিজ্ঞানের ক্লাস দেয়া হয়েছে। এছাড়া মানবিক বিভাগের শিক্ষক কম থাকা সত্ত্বেও মানবিক বিভাগের শিক্ষককে বিজ্ঞানের ক্লাস দেওয়া হয়েছে, বিজ্ঞানের শিক্ষককে ধর্ম ও শরীরচর্চার ক্লাস নেয়া হয়েছে। এতে সঠিক শিক্ষা কার্যক্রম চলছে বলে প্রতীয়মান হয় না। হিন্দু ধর্মের শিক্ষকের অবর্তমানে যে কোন হিন্দু শিক্ষককে দিয়ে হিন্দু ধর্মের ক্লাস পরিচালনা করা যায়। কিন্তু তা না করে হিন্দু ধর্মের ক্লাস মুসলিম শিক্ষককে দিয়ে করানো হয়। প্রধান শিক্ষক সহকারী প্রধান শিক্ষকদ্বয়ের চেয়ে অন্য ৩ জন সহকারী শিক্ষক— যথা ঃ (১) জনাব রমিজ উদ্দীন, (২) জনাব মোঃ ইসহাক ও (৩) জনাব মোঃ আবুল হাসনাত ফারুক-এর উপর বেশী নির্ভরশীল। যার জন্য অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে নিয়োজিত শিক্ষকদের বিভিন্ন কাজে প্রাধান্য দেয়ায় নিয়মিত নিয়োজিত শিক্ষকগণ তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ। দীর্ঘকাল পর্যন্ত কিছুসংখ্যক শিক্ষক শিক্ষকতায় নিয়োজিত থাকায় তারা কাজকর্মে গতিশীলতা হারিয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়।"

সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে এ-ও জানা গেছে, এ স্কুলটিতে দীর্ঘদিন যাবত কর্মরত শিক্ষকদের গ্রুপটি স্কুলের প্রশাসনিক এবং একাডেমিক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের জবাবদিহি করতে হয় না। প্রধান শিক্ষক হিসেবে যিনিই এ বিদ্যালয়ে আসেন, বদলীর ভয়, প্রভাবের ভয় অথবা অর্থ লোভের কারণে তিনি এ গ্রুপটির ক্রীড়নক হয়ে পড়েন। আর এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এ গ্রুপের শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের সার্বিক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে যাচ্ছেন।

জানা গেছে, প্রধান শিক্ষককে নিয়ন্ত্রণে রেখে স্বার্থান্বেষী গ্রুপটি ক্লাস রুটিন তৈরী, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও ছাপার দায়িত্ব নিজেদের হাতে রেখে ছাত্রদের বাধ্য করে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে তাদের বাসায় গিয়ে গ্রুপ কোচিং করতে। সূত্র জানায়, এ কোচিং-এর উপরই নির্ভর করে পরীক্ষায় ছাত্রদের নম্বর পাওয়ার বিষয়টি। অভিযোগ পাওয়া গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব শিক্ষকদের বদলীর নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও গত জানুয়ারী মাসে ভর্তি পরীক্ষার সকল দায়-দায়িত্ব এ বিদ্যালয়ে প্রেষণে নিয়োজিত জনাব রমিজ মোল্লা ও জনাব ইসহাক, জনাব আবুল হাসনাত ফারুক গংদের হাতেই ন্যস্ত ছিল।

এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বদলীর নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর এবং প্রেষণে কর্মরতদের প্রেষণ বাতিল না হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে অব্যবস্থা ও স্বেচ্ছাচারিতা আরো বাড়বে।